সুন্দরবন আন্দোলন : সমর্থনকে সক্রিয়তায় পরিণত করতে হবে

মাহতাব উদ্দীন আহমেদ

সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলন তার সপ্তম বছর পার করছে। একটি বন বাঁচানোর দাবিতে এরকম আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন। যদিও তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে, তবু এই আন্দোলন এখন আর শুধু জাতীয় কমিটির আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি পরিণত হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলনে। সাধারণ মানুষের, বিশেষত তরুণদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই আন্দোলনের বিশাল বড় শক্তি। গত ৭ বছরে এই আন্দোলন প্রতিবাদ-প্রতিরোধের নতুন নতুন ধরনের, নতুন নতুন ভাষার জন্ম দিয়েছে এবং দিয়ে যাচ্ছে। প্রথাগত লিফলেট, পোস্টার, মিছিল, সভা-সমাবেশ, লংমার্চ, রোডমার্চ থেকে শুরু করে এই আন্দোলন রাস্তায় নামিয়েছে প্রতিবাদী পারফরমিং আর্ট, কার্টুন, লিফলেট, নাটক, গানের আসর, গানের মিছিল, সাইকেল মিছিল, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রকে নিয়মিত লাল কার্ড দেখানো, এমনকি গোবাল ডে অব প্রটেস্ট! এখন পর্যন্ত ২০টির মতো গান রচিত হয়েছে এই একটিমাত্র ইস্যুকে কেন্দ্র করে, সৃষ্টি হয়েছে অজস্র কার্টুন, প্রতিবাদী চিত্রকর্ম ও গ্রাফিতি, যা বাংলাদেশের গত কয়েক দশকের ইতিহাসে নজিরবিহীন। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি বনকে বাঁচানোর জন্য পালিত হয়েছে আধাবেলা হরতাল। এসব করতে গিয়ে আন্দোলনকারীরা শিকার হয়েছে ব্যাপক মাত্রায় দমন-পীড়ন, হুমকি-ধমকি, সরকারি গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিশের নির্যাতনের। তবু যত দিন যাচ্ছে এই আন্দোলন ততই শক্তিশালী হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় নানামুখী চাপ, ভয়ভীতি ও প্রতিকূলতার মধ্যে খুলনায় গত ২০ এপ্রিল জাতীয় কমিটির ডাকে আয়োজিত হলো সুন্দরবন রক্ষায় উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের মহাসমাবেশ।

মেঘলা আবহাওয়ায় সুন্দরবন সংলগ্ন জেলাগুলো থেকে তিন-চার হাজার মানুষ এসে জড়ো হয়েছিল খুলনা শহরের হাদিস পার্কে। যদিও সংখ্যায় কয়েক হাজার, তবু তারা আসলে প্রতিনিধিত্ব করছিল উপকূলীয় অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের। মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়। এরা কেউ পথচারী, কেউ চায়ের দোকানদার, কেউ সিগারেট বিক্রেতা, কেউ অটোরিকশার সহযাত্রী, কেউ বাজারের সবজি বিক্রেতা, কেউ শিক্ষার্থী, কেউ বা রাজনৈতিক কর্মী। বিভিন্ন স্তরের এই সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলার সময় এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া গেল না, যে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র চায়। সবাই একবাক্যে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরোধিতা করেছে। তাদের ভাষ্য, সুন্দরবন না বাঁচলে খুলনাও বাঁচবে না। এদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা সরকারি দলের সমর্থক তবু তারা চায় না রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র হোক।

সমাবেশের আগে আন্দোলনকারীদের একটি দল খুলনা শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে জনগণের সাথে সংলাপে যাওয়ার মাধ্যমে এবং রামপালবিরোধী গান গাইতে গাইতে লিফলেট বিলি করে। তখন সাধারণ মানুষ আন্দোলনকারীদের সাথে তাল দিচ্ছিল। খুলনার সাধারণ মানুষ এই অভিযোগ অনবরতই করেছে যে তারা রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ঘোর বিরোধী হলেও তাদেরকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছে। কারণ এলাকার সরকার সমর্থক প্রভাবশালী ক্ষমতাবানরা রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র চায় নিজেদের কমিশন আর ভবিষ্যৎ লুটপাটের আশায়। তারা কেউ কেউ বলছিল যে রীতিমতো ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রাখা হয়েছে রামপাল ও তার আশপাশের এলাকায়। মহাসমাবেশের কয়েক দিন আগে খুলনার একটি নামকরা কলেজে একটি ছাত্রসংগঠন রামপালবিরোধী লিফলেট দেয়ার সময় তাতে বাধা দেয় এবং হামলা চালায় ছাত্রলীগের গুণ্ডাবাহিনী। অন্যদিকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গ্রুপের সাথে কথা বলে জানা যায় যে এই দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ে যখনই সাধারণ ছাত্ররা রামপালবিরোধী কোনো কর্মসূচি বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে যায়, তাতে বাধা দেয়ার কাজটি পরম নিষ্ঠার সাথে পালন করে সেই বিশ্ববিদ্যালয় দুটোর প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বলছিল যে দুটো বিশ্ববিদ্যালয়েই এমন নিয়ম চালু হয়েছে যে কোনো নাটক মঞ্চায়ন করতে হলে আগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে স্ক্রিপ্ট জমা দিতে হবে! এবং যদি নাটকের স্ক্রিপ্টে রামপালবিরোধী কোনো কথা থাকে তাহলে সোজা নাটক বন্ধ। এর মধ্যে খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সাংস্কৃতিক গ্রুপের সাথে কথা বলে জানা গেছে, কিভাবে একবার তাদের একটি নাটক যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে জমা দেয়া হয়েছিল, তখন নাটকের স্ক্রিপ্টের মধ্যে সুন্দরবন ও রামপাল বিষয়ক যে পাতাগুলো আছে সেই পাতাগুলোকে কলম দিয়ে ক্রস করে কেটে দিয়ে তাদের স্ক্রিপ্ট ফেরত দিয়ে বলা হয়েছিল যে ওই পাতাগুলো বাদ দিয়ে নাটকটি মঞ্চায়ন করতে হবে! এর মধ্যে ২০১৩ সালে একবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শহরের মধ্যে রামপালবিরোধী কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার পর্যন্ত হয়েছিল। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক জানাচ্ছিলেন যে রামপালের বিরোধিতার কারণে ২০১৩ সালের পর থেকে কিভাবে তাঁদেরকে পুলিশি হয়রানি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের নজরদারি ও প্রচ্ছন্ন হুমকি-ধমকির মধ্যে থাকতে হচ্ছে। একই ধরনের পুলিশি হয়রানি ও প্রতিনিয়ত প্রচ্ছন্ন হুমকি-ধমকির কথা জানিয়েছেন রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনে জড়িত খুলনার কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীও। কিন্তু এত কিছুর পরও খুলনার সাধারণ ছাত্ররা, তরুণরা, সাধারণ মানুষরা দমে যায়নি। কারণ সুন্দরবন রক্ষার বিষয়টি যে তাদের নাড়ির টান। খুলনার শিক্ষার্থীরা তাই সুযোগ পেলেই গায় তাদের রচিত তীব্র শেষের রামপালবিরোধী প্যারোডি গান–'কয়-লার নৌকা রামপালেতে যায় ও বুবুজান'। কুয়েটে শিক্ষার্থীরা তাদের নাটক থেকে সুন্দরবন অংশ প্রশাসন কেটে দেয়ার পরও সুন্দরবন অংশসহই নাটক মঞ্চস্থ করে প্রশাসনের বিরাগভাজন হয়।

সব রকম যুক্তিতর্কে পরাস্ত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন খালি বলছেন যে তাঁর ওপর যেন আস্থা রাখা হয়, সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি হয় সেরকম কোনো কাজ তিনি নিশ্চয়ই করবেন না। কিন্তু খুলনার সাধারণ মানুষ কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ওপর আস্থার রাখতে পারছে? নিজের জীবন দিয়ে এর উত্তর দিয়েছেন ৭০ বছরের বৃদ্ধ মিহির সরকার। দুর্বল শরীর নিয়েই তিনি সুন্দরবন রক্ষার মহাসমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য মিছিল নিয়ে রওনা হয়েছিলেন। মিছিল করা অবস্থায়ই স্ট্রোক করে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য